মাওলুদ এ কাবা
মাওলা আলী (আ.)

লেখকঃ

এইচ,এইচ,এস আসিফ আলী ইমামী

Maqtabethaqalayn.com

মাওলুদ এ কাবা
হযরত আলী আলাইহিস সালাম

লেখকঃ এইচ,এইচ,এস আসিফ আলী ইমামী

প্রকাশনিঃ মাক্তাবে সাকালাইন

প্রকাশকালঃ ২৬/১২/২০২৫

www.maqtabethaqalayn.com

Maqtab e Taqalayn

Maqtab e Thaqalayn

maqtabthaqlayn@gmail.com

01924892101

47/1, Projapara, Pirganj, Rangpur.

Amin e Maqtab e Thaqalayn

HHS ASif Ali Imamy

Maqtabethaqalayn.com

ভুমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য—যিনি মানবজাতিকে হিদায়াতের জন্য নবী ও ওসীদের প্রেরণ করেছেন, এবং যাঁদের মাধ্যমে সত্য ও ন্যায়ের আলো পৃথিবীতে প্রজ্বলিত রেখেছেন।
অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত, সায়্যিদুল মুরসালীন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি; এবং তাঁর পবিত্র ও নিষ্পাপ পরিবার, আহলেবাইত (আলাইহিমুস সালাম)-এর প্রতি—যাঁদের ভালোবাসা ও অনুসরণকে আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে ও রাসূল (সা) নিজ বাণীতে উম্মতের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন।
এই গ্রন্থটি এমন এক মহিমান্বিত সত্যকে তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াস—যে সত্য ইতিহাসের পাতায় অনন্য ও অতুলনীয়। তা হলো, খানায়ে কা‘বার অভ্যন্তরে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আলাইহিস সালাম)-এর পবিত্র জন্ম—একটি ঘটনা, যা শুধু একটি জন্মকথা নয়; বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ইমামতের মর্যাদা, ওসায়াতের ঘোষণা এবং ন্যায় ও সত্যের ধারাবাহিকতার এক জ্বলন্ত নিদর্শন।

ইসলামের দুর্গ, জ্ঞানের দরজা, মুমিনদের আমীর এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আত্মার নিকটতম সাথী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর জন্ম যেমন ছিল অলৌকিক, তাঁর জীবনও তেমনই ছিল তাওহীদ, ন্যায়, আত্মত্যাগ ও মানবকল্যাণে পূর্ণ।

এই বইয়ের উদ্দেশ্য কোনো বিতর্ক সৃষ্টি করা নয়; বরং ইতিহাস, কুরআন, হাদিস এবং গ্রহণযোগ্য বর্ণনার আলোকে মাওলুদে কাবা-র সেই উজ্জ্বল সত্যকে পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়া—যাতে আহলেবাইত (আ)-এর প্রতি ভালোবাসা, সম্মান ও আনুগত্য আরও দৃঢ় হয়।

এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আমি বিনীতভাবে হুজ্জাত ইবনুল হাসান, ইমাম মাহদি (আলাইহিস সালাম)—যিনি এই যুগের জীবিত ইমাম, ন্যায় ও ইনসাফের প্রতীক্ষিত বিশ্বনেতা—তাঁর পবিত্র দরবারে উৎসর্গ করলাম।

আল্লাহ তা‘আলা যেন এই লেখাকে তাঁর আগমনের প্রস্তুতিতে, আহলেবাইত (আ)-এর পরিচয় বিস্তারে এবং সত্য অন্বেষণকারীদের জন্য উপকারী করেন।

হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর আহলেবাইত (আ)-এর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করে দাও,

তাঁদের পথে অবিচল রাখো,

এবং আমাদেরকে ইমাম মাহদি (আ)-এর প্রকৃত সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো।

Maqtabethaqalayn.com

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

নিবেদনঃ
এইচ,এইচ,এস আসিফ আলী ইমামী

শিয়া মুহাদ্দিসিন্দের গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে সর্বসম্মত ঐক্যমত রয়েছে যে, **হযরত আলী (আ.)’ এর আগে ও পরে কেউই আল্লাহর ঘরের ভেতর জন্মগ্রহণ করেনি। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমীরুল মুমিনীন (আ.)-এর জন্য এক বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা।”**

সূত্র:

মুসান্নাফাতে শাইখ মুফিদ, খণ্ড ১৪, পৃ. ৪৬১
মাসারুশ শিয়া, খণ্ড ৭, পৃ. ৫৯
আল-ইরশাদ, খণ্ড ১, পৃ. ৫

এখন প্রশ্ন চলে আসে— আহলে সুন্নাতের গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে কি কোনো সহিহ সনদ বিদ্যমান আছে?

উত্তরঃ জি হ্যা অবশ্যই আছে।

আহলে সুন্নাত আলেমদের দৃষ্টিতে মাওলা আলী (আ.)' এর জন্ম।

হাকিম নিশাপুরি (রহ.)—যিনি ৪০৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন এবং শাইখ মুফিদের (রহ.) সমসাময়িক ছিলেন—তিনি তাঁর গ্রন্থ আল-মুস্তাদরাক, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৮৩-এ লিখেছেন এবং বলেছেন:
"নিশ্চয়ই এই বিষয়ে সংবাদসমূহ তাওয়াতুর পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ফাতিমা বিনতে আসাদ (রহ.) আমীরুল মু'মিনীন আলী ইবনে আবি তালিব (আলাইহিস সালাম)-কে কা'বার অভ্যন্তরে জন্ম দিয়েছেন।"

অর্থাৎ, এই বিষয়ে এমন অসংখ্য ও নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনা বিদ্যমান যে, ফাতিমা বিনতে আসাদ (রহ.) হযরত আলী (আলাইহিস সালাম)-কে কা'বার ভেতরে জন্ম দিয়েছেন—এটি একটি মুতাওয়াতির (তাওয়াতুর পর্যায়ের) বর্ণনা।

আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে মুতাওয়াতির রেওয়ায়েতের মর্যাদা কুরআনের মতো। অর্থাৎ, কেউ যদি মুতাওয়াতির হাদিস অস্বীকার করে, তবে সে যেন কুরআনের কোনো আয়াত অস্বীকার করল। এই বক্তব্যটি আহলে সুন্নাতের একজন বিশিষ্ট আলেম—হাকিম নিশাপুরি—এর পক্ষ থেকে এসেছে।
হাকিম নিশাপুরি সম্পর্কে ইমাম যাহাবি (রহ.) বলেন:
"তিনি ছিলেন ইমামুল মুহাদ্দিসীন (মুহাদ্দিসদের নেতা)।"
— তাযকিরাতুল হুফ্ফায, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০৯৩
আবুল ফিদা—যিনি আহলে সুন্নাতের একজন প্রসিদ্ধ রিজাল-বিশারদ (হাদিস বর্ণনাকারীদের জীবনী বিশ্লেষক)—তিনি বলেন:
"তিনি তাঁর যুগের আহলে হাদিসের ইমাম ছিলেন।"

অর্থাৎ, হাকিম নিশাপুরি তাঁর যুগে আহলে হাদিসের সর্বোচ্চ নেতা ছিলেন।
— আল-মুখতাসার ফি আহওয়ালিল বাশার, ৪০৫ হিজরির ঘটনা
মি. খায়রুদ্দিন যিরিকলি—যিনি ওয়াহাবি আলেমদের একজন বড় ব্যক্তিত্ব—তিনি তাঁর গ্রন্থ আল-আ'লাম, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২২৭-এ হাকিম নিশাপুরির জীবনীতে বলেন:

“তিনি হাদিস সংরক্ষণকারীদের (হাফেজদের) মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠদের একজন ছিলেন। সহিহ হাদিস সম্পর্কে তিনি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন এবং সহিহ ও দুর্বল হাদিস পৃথক করার ক্ষেত্রে অতুলনীয় ছিলেন।”
এই বক্তব্যসমূহ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলোতেও:

- **তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ – সুবকি, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৫৫**
- **ওয়াফায়াতুল আ‘ইয়ান – ইবনে খাল্লিকান, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪০৮**
- **শরহে মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ – যিরকানি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০২**
- **জামি‘উল উসূল – ইবনে আসির, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯২**

এই সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হয় যে, হাকিম নিশাপুরি একজন স্বীকৃত ও মর্যাদাবান আলেম ছিলেন—হাদিস শাস্ত্র ও রিজাল শাস্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই। আর তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, হযরত আলী (আলাইহিস সালাম)-এর কা‘বার অভ্যন্তরে জন্ম নেওয়ার বিষয়ে মুতাওয়াতির বর্ণনা বিদ্যমান।

এছাড়াও, হাফেজ গঞ্জি—যিনি শাফেয়ি মাজহাবের একজন প্রসিদ্ধ আলেম এবং ৬৫৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন—তিনি বলেন:

“আমীরুল মু’মিনীন আলী ইবনে আবি তালিব (আলাইহিস সালাম) মক্কায়, আল্লাহর পবিত্র ঘর (বাইতুল হারাম)-এ, শুক্রবার রাতে, রজব মাসের তেরো তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। এটি ছিল ‘আমুল ফীল’-এর ত্রিশতম বছর। তাঁর আগে এবং তাঁর পরে—ইতিহাসে—কেউই কা‘বার অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করেনি। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রতি বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের জন্যই এই অনন্য সম্মান দান করেছেন।”

— কিফায়াতুত তালিব, পৃষ্ঠা ৪০৭

হাজি খলিফা—যিনি কাশফুয্-যুনূন গ্রন্থের প্রণেতা—তিনি গঞ্জি শাফেয়িকে “শাইখুল হাফিজ” (হাদিসের মহান সংরক্ষক) বলে অভিহিত করেছেন।

— কাশফুয্-যুনূন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪৯৭

উমর রেজা কাহ্হালা—যিনি আহলে সুন্নাতের সমসাময়িক আলেমদের একজন—তিনি গঞ্জি শাফেয়ির কথা অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

তাঁকে ফুযালা (উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেমদের) অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তাঁর রচনাবলীর মধ্যে কিফায়াতুত তালিব গ্রন্থটির নাম উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় ব্যক্তি হলেন দেহলভি। দেহলভি নামে একাধিক ব্যক্তি আছেন। একজন হলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি, আরেকজন হলেন আব্দুল আজিজ দেহলভি—যিনি আত-তুহফাতুল ইছনাই ‘আশরিয়্যাহ ফি রদ্দি ‘আলা শিয়া নামক গ্রন্থের রচয়িতা। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থটি শিয়াদের বিরুদ্ধে এক ধরনের কটূক্তিপূর্ণ রচনা; যার জবাবে মরহুম মীর হামিদ হুসাইন (রহ.) তাঁর আবাকাতুল আনওয়ার গ্রন্থে এমন শক্ত ও অকাট্য উত্তর দিয়েছেন যে, আজ পর্যন্ত কেউ তাঁর সেই জবাবগুলোর যথাযথ প্রতিউত্তর দিতে সক্ষম হয়নি।

আহমদ ইবনে আব্দুর রহিম—যিনি তাঁর পিতা এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি নামে প্রসিদ্ধ (ইন্তেকাল: ১১৭৬ হিজরি)—তিনি তাঁর গ্রন্থ ইযালাতুল খাফা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৫১-এ আমীরুল মু’মিনীন (আলাইহিস সালাম)-এর কা‘বার অভ্যন্তরে জন্মের ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এবং এটিকে একটি নিশ্চিত ও অকাট্য বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন:

Maqtabethaqalayn.com

“এই বিষয়ে সংবাদসমূহ তাওয়াতুর পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ফাতিমা বিনতে আসাদ আমীরুল মু’মিনীন আলী (আলাইহিস সালাম)-কে কা‘বার ভেতরে জন্ম দিয়েছেন। তিনি শুক্রবার, রজব মাসের তেরো তারিখে, আমুল ফীলের ত্রিশ বছর পর কা‘বার মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আগে বা পরে আর কেউ কা‘বার অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করেনি।”

চতুর্থ ব্যক্তি হলেন আলূসি—যিনি ১২৭০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন এবং বিশেষত আহলে সুন্নাত ও ওহাবিদের নিকট একটি সুপরিচিত নাম।

খায়রুদ্দিন যিরিকলি তাঁর জীবনী অনুবাদ করতে গিয়ে বলেন:

“তিনি আকীদার দিক থেকে সালাফি ছিলেন, একজন মুজতাহিদ ছিলেন এবং ১২৪৮ হিজরিতে নিজ শহরের মুফতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।”

— আল-আ‘লাম, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৭৬

এই একই আলূসি, যখন আমীরুল মু’মিনীন (আলাইহিস সালাম)-এর কা‘বার অভ্যন্তরে জন্মের বিষয়ে আলোচনা করেন, তখন বলেনঃ

“আমীর (আলাইহিস সালাম)-এর কা‘বার ঘরের ভেতরে জন্মগ্রহণ করা একটি বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত বিষয়, যা সুন্নি ও শিয়া উভয় দলের গ্রন্থেই উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর ছাড়া আর কারো সম্পর্কে এমন ব্যাপক স্বীকৃতি নেই যে তিনি কা‘বার ভেতরে জন্মগ্রহণ করেছেন; বরং এই বিষয়ে ঐকমত্য কেবল তাঁর ক্ষেত্রেই রয়েছে।”
— শরহুল খরীদাতিল গায়বিয়্যাহ ফি শরহিল কাসীদাতিল ‘আইনিয়্যাহ, আব্দুল বাকী আফান্দি আল-উমরির কাসীদার ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা ১৫

আল-উমরির কাসীদার ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা ১৫
এছাড়াও, মিশরের সমসাময়িক ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আক্কাদ—যিনি ইসলামের সকল মাজহাবের নিকট গ্রহণযোগ্য, এমনকি ওহাবিদের কাছেও (যারা এতে অস্বস্তি বোধ করে তারা ছাড়া)—তিনি তাঁর গ্রন্থ আবকারিয়্যাতুল ইমাম আলী (আলাইহিস সালাম), খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৪৩ (বৈরুত সংস্করণ)-এ বলেন:

“আলী (আলাইহিস সালাম) কা‘বার অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ তাঁকে তার প্রতিমাসমূহের সামনে সিজদা করা থেকে পবিত্র রেখেছেন।

যেন তাঁর এই জন্ম কা‘বার জন্য এবং সেখানে ইবাদতের জন্য এক নতুন যুগের সূচনার ঘোষণা ছিল। আলী প্রায় মুসলিম অবস্থাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন; বরং প্রকৃত অর্থে তিনি মুসলিম হিসেবেই জন্মেছেন—যদি আমরা আকীদা ও রূহের জন্মের দিকে দৃষ্টি দিই। কারণ তিনি ইসলাম দেখেই চোখ খুলেছেন এবং কখনোই মূর্তিপূজার সঙ্গে পরিচিত হননি। তিনি সেই ঘরেই লালিত-পালিত হয়েছেন, যেখান থেকে ইসলামী দাওয়াতের সূচনা হয়েছিল।”

হযরত আলী (আলাইহিস সালাম) কা‘বার অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ তা‘আলা আমীরুল মু’মিনীন (আলাইহিস সালাম)-কে এই মর্যাদা দান করেছেন যে, তিনি কখনো কা‘বার মূর্তিগুলোর সামনে সিজদা করেননি। যেন আমীরুল মু’মিনীন (আলাইহিস সালাম)-এর কা‘বার ভেতরে জন্মগ্রহণ—কা‘বা ও কা‘বার চারপাশে ইবাদতের জন্য এক নতুন অঙ্গীকার ও নতুন যুগের সূচনা।

যেদিন আমীরুল মু’মিনীন (আলাইহিস সালাম) জন্মগ্রহণ করেন, সেদিন তিনি নিশ্চিতভাবেই মুসলিম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কারণ তাঁর চোখ ইসলাম দেখেই খুলেছিল, এবং তাঁর পক্ষ থেকে সামান্যতম কোনো কাজও মূর্তিপূজার দিকে ধাবিত হতে দেখা যায়নি।

হযরত আলী (আলাইহিস সালাম) সেই বংশে লালিত-পালিত হয়েছেন, যে বংশ থেকে ইসলামের সূর্য উদিত হয়েছে—অর্থাৎ মহান নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি)-এর বংশধারা।

— তাযকিরাতুল খাওয়াস (সিবত ইবনে জাওজি), পৃষ্ঠা ৭

— ফুসূলুল মুহিম্মা (ইবনে সাব্বাগ মালেকি), পৃষ্ঠা ১৪

— সিরাতে নববী (হালাবি), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫০

— শরহে শিফা (শাইখ আলী), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫১

— মিফতাহুন নাজাত (বদখশি), গ্রন্থের শুরু অংশ

— নূরুল আবসার (শাবলাঞ্জি), পৃষ্ঠা ৭৬

— কিফায়াতুত তালিব, পৃষ্ঠা ৩৭

উপরোক্ত সকল গ্রন্থেই আমীরুল মু’মিনীন (আলাইহিস সালাম)-এর কা‘বার অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণের ঘটনাকে একটি অবিসংবাদিত ও নিশ্চিত সত্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

Maqtabethaqalayn.com

হযরত আলী (আ)’ এর নাম মহান আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন।

এই বিষয়ে শিয়া সূত্রসমূহে বিস্তৃতভাবে (মুস্তাফিয) বর্ণিত আছে যে, আমীরুল মু’মিনীন (আলাইহিস সালাম)-এর নাম আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকেই নির্ধারিত হয়েছিল।

আহলে সুন্নাতের আলেমদের মধ্য থেকেও হাফেজ গঞ্জি—যিনি বড় বড় আলেমদের কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব—তিনি তাঁর গ্রন্থ কিফায়াতুত তালিব, পৃষ্ঠা ৪০৬-এ বর্ণনা করেছেন:

যখন আবু তালিব (আলাইহিস সালাম) ফাতিমা বিনতে আসাদ (রহ.)-এর কা‘বার ভেতরে প্রবেশের ঘটনা শুনলেন—যা টানা তিন দিন ধরে মক্কার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল—তখন ফাতিমা বিনতে আসাদ (রহ.) কা‘বার দেয়ালের ফাটল দিয়ে বের হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই, একটি বর্ণনা অনুযায়ী, শিশুটিকে কাপড়ে জড়িয়ে আবু তালিব (আলাইহিস সালাম)-এর হাতে তুলে দেন। এরপর তিনি কা‘বার পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের দিকে মুখ করে আরজ করলেন:

“হে প্রভু! এই গভীর অন্ধকার, উদীয়মান সূর্য ও দীপ্তিমান চাঁদের রব!
তোমার গোপন ফয়সালা ও নির্দেশের মধ্য থেকে আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দাও—এই শিশুটির নাম আমরা কী রাখব?”
তখন তিনি এক অদৃশ্য আহ্বান (হাতিফ)-এর কণ্ঠ শুনতে পেলেন, যা বলছিল:

“হে মুস্তফা নবীর পরিবার! তোমাদেরকে এই পবিত্র সন্তানের মাধ্যমে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়েছে।
তার নাম নির্ধারিত হয়েছে সেই মহান উচ্চ সত্তা থেকে—তার নাম ‘আলি’, যা ‘আল-‘আলি’ (সর্বোচ্চ)- নাম থেকে গৃহীত।”
আবু তালিব (আলাইহিস সালাম) সেই আহ্বান শুনলেন।

এই বর্ণনাটি কন্দূজি হানাফি-ও তাঁর গ্রন্থ ইয়ানাবি‘উল মাওয়াদ্দাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩০৬-এ উল্লেখ করেছেন এবং বলেন:

“আবু তালিব (আলাইহিস সালাম) এতে অত্যন্ত আনন্দিত হন, আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা‘আলার সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন, এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দশটি উট কুরবানি দেন। এরপর সেই নামসংবলিত ফলকটি বাইতুল হারামে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, যার মাধ্যমে বনি হাশিম কুরাইশদের ওপর গর্ব করত—যতক্ষণ না হাজ্জাজ ইবনে যুবাইরের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় পর্যন্ত তা বিদ্যমান ছিল।”

আবু তালিব (আলাইহিস সালাম) এই ঘটনার কারণে—অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে ‘আলি’ নাম নির্ধারিত হওয়ায়—অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি আল্লাহর সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন এবং আমীরুল মু’মিনীন (আলাইহিস সালাম)-এর জন্য আকীকা হিসেবে দশটি উট কুরবানি করেন। আবু তালিব (আলাইহিস সালাম)-এর এই কবিতা এবং সেই অদৃশ্য আহ্বান (হাতিফ)-এর বাণী একটি ফলকে লিখে রাখা হয়, যা আল্লাহর ঘর কা‘বায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনার কারণে বনি হাশিম কুরাইশদের ওপর গর্ব করত—এ অবস্থা চলতে থাকে, যতক্ষণ না হাজ্জাজ ইবনে যুবাইরের সঙ্গে যুদ্ধের সময় সেই ফলকটি চুরি হয়ে যায়।

তবে ইবনে শহর আশূব—যিনি শিয়া আলেমদের মধ্যে একজন মহান ব্যক্তিত্ব এবং আহলে সুন্নাতের সকল আলেমের কাছেই গ্রহণযোগ্য; এমনকি ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর লিসানুল মীযান গ্রন্থে ইবনে শহর আশূব থেকে বিস্তারিত উদ্ধৃতি করেছেন, এবং অন্যান্যরাও তাঁর বক্তব্যকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন—তিনি তাঁর গ্রন্থ মানাকিবে আলে আবি তালিব, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩-এ বলেন:

যখন আবু তালিব (আলাইহিস সালাম) আমীরুল মু'মিনীন (আলাইহিস সালাম)-এর কাপড়ে মোড়ানো শিশুকে কোলে নিলেন, তখন তিনি আরজ করলেন:
"হে প্রভু! এই গভীর অন্ধকার, দীপ্তিমান চাঁদ ও উদীয়মান আলোর রব!
তোমার নির্ধারিত ফয়সালার মধ্য থেকে আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দাও—এই শিশুটির নাম আমরা কী রাখব?"

তিনি বলেন: একটি জিনিস আকাশে মেঘের মতো ভেসে উঠল এবং ধীরে ধীরে মাটির দিকে নেমে এসে আবু তালিব (আলাইহিস সালাম)-এর বুকের কাছে পৌঁছাল। তিনি সেটিকে আমীরুল মু'মিনীন (আলাইহিস সালাম)-এর সঙ্গে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

সকাল হলে দেখা গেল, সেটি একটি সবুজ ফলক, যার ওপর লেখা ছিল:

“তোমাদেরকে এক পবিত্র, নিষ্কলুষ, মনোনীত ও সন্তুষ্ট সন্তানের মাধ্যমে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়েছে।

তার নাম নির্ধারিত হয়েছে সেই মহান উচ্চ সত্তা থেকে—তার নাম ‘আলি’, যা ‘আল-‘আলি’ (সর্বোচ্চ) নাম থেকেই গৃহীত।”

তিনি বলেন:

এরপর সেই ফলকটি কা‘বার ভেতরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, এবং তা সেখানে বিদ্যমান ছিল—যতক্ষণ না হিশাম ইবনে আবদুল মালিক সেটি তুলে নেয়।

অর্থাৎ, সেই ফলকটি কা‘বায় ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল; পরে হিশাম ইবনে আবদুল মালিক—যিনি আহলেবাইত (আলাইহিমুস সালাম)-এর প্রতি গভীর শত্রুতা পোষণ করতেন—তা সরিয়ে নেন। এর পর আর কেউ সেই ফলকটি দেখতে পায়নি।

আমীরুল মু’মিনীন (আলাইহিস সালাম)-এর জন্মের ঘটনা সম্পর্কে বিরোধীরা যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি ও সন্দেহ (শুবহা) উত্থাপন করেছে, সেগুলো কী?

সাধারণভাবে ইতিহাসে যা প্রতীয়মান, তা হলো—এই বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য উত্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো আবু তালিব (আলাইহিস সালাম)-এর ঈমানকে প্রশ্নবিদ্ধ করা—বিশেষত ওয়াহাবি গোষ্ঠী ও ইবনে তাইমিয়ার পক্ষ থেকে। তারা এই সন্দেহকে কেন্দ্র করে ব্যাপকভাবে প্রচেষ্টা ও বিনিয়োগ করেছে। ইনশাআল্লাহ সুযোগ পেলে ইবনে তাইমিয়ার সেই সব কঠোর ও ইসলামের মূলনীতিবিরোধী বক্তব্য আমরা উদ্ধৃত করব।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—বনি উমাইয়া সবসময় চেষ্টা করত, আমীরুল মু’মিনীন (আলাইহিস সালাম)-এর যেসব বিষয় ফজিলত হিসেবে প্রমাণিত, সেগুলোকে কোনো না কোনোভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করতে অথবা অন্যদের ক্ষেত্রেও সেগুলোর অনুরূপ ঘটনা তৈরি করতে। এখানে ইবনে আবি’ল হাদীদ মু‘তাযিলি বর্ণনা করেছেন যে, কেউ কেউ চেষ্টা করেছে আমীরুল মু’মিনীন (আলাইহিস সালাম)-এর কা‘বার অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণের ঘটনাকে—যা একটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী ও অনন্য ঘটনা—এই বলে খাটো করতে যে, এ ঘটনা নাকি হাকিম ইবনে হিজাম-এর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল।

এ কারণে দেখা যায়, তাদের কেউ কেউ বলে যে কা‘বার ভেতরে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তি আসলে হাকিম ইবনে হিজাম ছিলেন; অথবা তারা আপসের ভাষায় বলে—দু’জন ব্যক্তি কা‘বার ভেতরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ!—হাকিম ইবনে হিজাম নিজে মক্কা বিজয়ের বছরে (৮ হিজরি) ইসলাম গ্রহণ করেন, এবং তিনি ছিলেন মুআল্লাফাতুল কুলূব—অর্থাৎ যাদের অন্তরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বিশেষ সুবিধা দেওয়া হতো। আর আমীরুল মু’মিনীন (আলাইহিস সালাম) নাহজুল বালাগা, খুতবা ১৬-এ বলেন:

“শপথ সেই সত্তার, যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং শস্যের দানা বিদীর্ণ করেছেন—যারা মক্কা বিজয়ের বছরে নিজেদের মুসলমান বলে প্রকাশ করেছিল, তারা প্রকৃতপক্ষে মুসলমান হয়নি; বরং তাদের ইসলাম ছিল শুধু জিহ্বার উচ্চারণমাত্র। তারা নিজেদের অন্তরে কুফর লুকিয়ে রেখেছিল, যতক্ষণ না তারা তাদের কুফরি লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক ও সমর্থক খুঁজে পায়।”

আর সিফফিনের যুদ্ধের প্রসঙ্গে তিনি বলেন:
“আজ সেই দিন, যেদিন মক্কা বিজয়ের সময়কার মুসলমানদের অন্তরে লুকিয়ে থাকা গোপন ফাটলসমূহ প্রকাশ্যে এসেছে।”

অতএব, হাকিম ইবনে হিজাম ৮ হিজরি পর্যন্ত মূর্তিপূজক ও কাফির ছিলেন। দ্বিতীয়ত, এটি স্পষ্ট যে তিনি ছিলেন জুবাইরের চাচাতো ভাই। আর বনি উমাইয়া বংশ এবং জুবাইরের অনুসারীদের পক্ষ থেকে তাঁর জন্য মর্যাদা ও বিশেষ অবস্থান তৈরির প্রচেষ্টা চলেছিল।
— আল-ইসাবা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৯
— আল-ইস্তিআব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২০
তাবারি বলেন:
“তিনি ছিলেন উসমানপন্থী ।”

আর আমীরুল মু’মিনীন (আলাইহিস সালাম)-এর পরিচালিত কোনো গজওয়া বা যুদ্ধে তিনি তাঁকে সহযোগিতা করেননি।
— কামুসুর রিজাল, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৮৭

মহান আল্লামা সাইয়্যিদ জা‘ফর মুরতাজা আমিলি (রহ.)—যিনি শিয়া জগতের এক বিরল ব্যক্তিত্ব—আস-সাহীহ মিন সীরাতিন নাবি নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমার মতে, গত পনেরো শতাব্দীতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি)-এর ইতিহাস বিষয়ে এই গ্রন্থের মতো আর কোনো বই রচিত হয়নি। এটি একটি অতুলনীয় ও অমূল্য গ্রন্থ। এতে তিনি শিয়া ও সুন্নি উভয় ধারার ঐতিহাসিকদের বর্ণনাকে গভীর ও বিস্তৃত গবেষণার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।
এই গ্রন্থের খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬০-এ, যখন তিনি এই বিষয়টি উল্লেখ করেন, তখন সীরাতে হালাবি থেকে—যা আবার আসাদুল গাবা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪০ থেকে উদ্ধৃত—এবং পরে তারিখুল খামিস, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭৯-এর আলোকে তিনি উল্লেখ করেন যে—
কিছু লোক চেষ্টা করছে, কা‘বার ভেতরে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা দু’জন বলে প্রমাণ করতে।

Maqtabethaqalayn.com

অথচ বিষয়টি পরিষ্কার—যখন আহলে সুন্নাতের সেই বিশিষ্ট আলেম হাকিম নিশাপুরি বলেন: “নিশ্চয়ই এই বিষয়ে বর্ণনাসমূহ তাওয়াতুর পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ফাতিমা বিনতে আসাদ আমীরুল মু’মিনীন আলী ইবনে আবি তালিব (আলাইহিস সালাম)-কে কা‘বার অভ্যন্তরে জন্ম দিয়েছেন।” অর্থাৎ, এটি একটি মুতাওয়াতির সত্য—ফাতিমা বিনতে আসাদ (রহ.) আমীরুল মু’মিনীন আলী (আলাইহিস সালাম)-কে কা‘বার ভেতরে জন্ম দিয়েছেন।
— আল-মুস্তাদরাক ‘আলাস সাহিহাইন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৮৩
এছাড়াও, আমরা আহলে সুন্নাতের আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের বক্তব্য পাঠ করেছি—যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত আলী (আলাইহিস সালাম)-এর আগে ও পরে কেউই কা‘বার অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করেনি। কিন্তু কিছু লোকের অন্তরে মুনাফিকির প্রবণতা রয়েছে; তারা আমীরুল মু’মিনীন (আলাইহিস সালাম)-এর অনন্য ফজিলত ও মর্যাদা সহ্য করতে পারে না এবং তাই তাঁর বিরোধীদের জন্য কৃত্রিম ফজিলত সৃষ্টি করার চেষ্টা করে।

Maqtab e Thaqalayn

Established in 2020

Maqtabethaqalayn.com